যুগান্তর

তারিখ ... OCT-04 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩ ...

অনিয়ম দুর্নীতিতে ডুবতে বসেছে তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

ইউসুফ আলী

দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম আর্থিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। ভয়াবহ সেশনজট, নিয়োগে অনিয়ম, অনুমতি না নিয়েই শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি, স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের জোরে সিন্ডিকেট চক্রের উত্থান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডিজেল ও ফোন ব্যবহারসহ নানা বিশৃঙ্খলায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি ডুবতে বসেছে। এর মধ্যে একটি শুরু না হতেই নানা অনিয়মের অভিযোগে নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে সম্প্রতি ইউজিসির উচ্চপর্যায়ের টিম তদন্ত করে নানা অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। অন্যটি অনুমতি না নিয়ে নিয়োগ দিয়ে ইউজিসির কাছে অর্থ ছাড়ের আবেদন করেছে। তবে ইউজিসি এ আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। এ ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন না নিয়েই অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে ইউজিসির পক্ষে করণীয় সব করা হবে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

পাবলিক : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

পাবলিক : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর লতিফ মাসুম ও সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করে এ প্রতিনিধি দল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দু'দিনের তদন্তে ২৮ জন শিক্ষার্থীর ভর্তিতে অনিয়ম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কাজে জ্বালানি খরচ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি, সাত সদস্যের একটি সিন্ডিকেট চক্রের মাধ্যমে চরম আর্থিক বিশৃঙ্খলাসহ নানা অস্বচ্ছতার প্রমাণ ধরা পড়েছে। বর্তমান ও সাবেক উপাচার্য এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তদন্তে দেখা যায়, বর্তমান উপাচার্য নিজেই তিনটি গাড়ি ব্যবহার করেন। মাসিক ৬শ' লিটার ডিজেল ব্যবহারের অনিয়ম ধরা পড়েছে। মাসিক ফোন বিল বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। সাবেক উপাচার্য ভুয়া ভাউচার জমা দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ফ্রিজ ক্রয় করে একই মাসে মেরামত বাবদ বিপুল অংকের টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রয়োজন বহির্ভূত লাখ লাখ টাকার ফার্নিচার ক্রয় দেখানো হয়েছে। সূত্র আরও জানায়, তদন্ত টিম জানতে পেরেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জনসংযোগ কর্মকর্তা যৌথভাবে সাত সদস্যের একটি সিন্ডিকেট চক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমান উপাচার্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে এ চক্রটি। এ চক্রের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অনেক শিক্ষকও হেনস্তা হয়েছেন। তদন্তে এও ধরা পড়ে, বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর আবদুল লতিফ মাসুমকে প্রচলিত আইন লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের আইনে বলা হয়েছে, যিনি উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাকে অবশ্যই শিক্ষাজীবনে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

তদন্ত টিমের সদস্যরা বর্তমান উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কিস্তির প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ইউজিসি আটকে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাজেট থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে। সূত্র মতে, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে বক্তব্য জানতে সাবেক উপাচার্যকে শিগগিরই ইউজিসিতে ডাকা হতে পারে। তবে অপর একটি সূত্র জানায়, ইউজিসির তদন্ত রিপোর্ট অজ্ঞাত কারণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তদন্তের পর এ পর্যন্ত কোন মিটিং তারা করতে পারেনি। সরকারের শেষ সময়ে আদৌ তদন্ত রিপোর্টি প্রকাশিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্বানুমতি ছাড়াই টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১০ জন অতিরিক্ত জনবল দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সম্প্রতি নিয়োগকৃত ১৯০টি পদের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন ও বাজেট বরাদ্দ চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) প্রস্তাব দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ প্রস্তাবে বেশি নিয়োগকৃত জনবলের জন্য বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতে ২ কোটি ৩১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা মাত্র ১৫৭ জন। আর ১৫৭ জন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৬ জন। এসব শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মূল বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের মূল বাজেটে ইউজিসির কাছে চাহিদা ছিল ৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা (নিজস্ব আয় ছাড়া)। তবে ইউজিসি মূল বাজেট নির্ধারণ করেছে ৩ কোটি ২১ লাখ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী সংখ্যা তিনটি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ৭৪০ জন। এসব শিক্ষার্থীর পড়াশোনার দায়িত্বে আছেন ২৯ জন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৬৩ জন। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর ১৮৬ এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১৬৮ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৭৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন ৪৪৬ জন। এতে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক ব্যয় হয় ৪৩ হাজার ৩৭৮ টাকারও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১২৪ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ২০০১ সালে। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে এ বিশ্বদ্যালয়ের জনবল ছিল ১৩৮ জন। সম্প্রতি ৩১০ জন অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই এসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব নিয়োগে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত জনবলের বিষয়ে ইউজিসি থেকে অর্থপ্রাপ্তির এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগকৃত জনবলের বিষয়ে কমিশনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেয়া হয়নি। অর্থাৎ অনুমোদন না নিয়েই দলীয় বিবেচনায় অনিয়মের মাধ্যমে এদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. খলিলুর রহমান এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়নি। মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন না নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, অনুমোদনের বিষয়টি আগে অবগত ছিলাম না। এখন থেকে অনুমোদন নিয়েই নিয়োগ দেয়া হবে। অর্থ আটকের বিষয়ে বলেন, আশা করি ইউজিসি প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করবে।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু না হতেই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে নিয়োগে ব্যাপক দলীয়করণ ও আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে জানা গেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্লাস শুরু হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য জানান। জানা যায়, প্রথম শিক্ষাবর্ষে তিনটি অনুষদের অধীন চারটি বিভাগে ১৮৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এর বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৮৯ জন। এসব শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। এ কারণে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে উপাচার্য প্রফেসর ড. আবুল খায়ের যুগান্তরকে বলেন, এ নিয়োগে কোন অনিয়ম হয়নি। তাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক টাকার অনিয়ম প্রমাণ করতে পারলে উপাচার্যের সম্মানিত পদ ছেড়ে দেয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি।